কুষ্টিয়ায় ভ্যান চালককে গাছে বেঁধে ডাকাতির অভিযোগ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে একটি চার্জার ভ্যানচালককে গাছের সঙ্গে বেঁধে ডাকাতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (৩০ জুন) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় উপজেলার ডাকাতি পুকুর নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সারা দিন ভ্যান চালিয়ে উপার্জন শেষে রাতে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন ওসমান। পথে মিরপুর উপজেলার ডাকাতিপুকুর এলাকায় পৌঁছালে তিন থেকে চারজনের একটি ডাকাত দল দেশি অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাঁর গতি রোধ করে।

পরে তাঁকে জিম্মি করে পাশের একটি বাগানে নিয়ে গাছের সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। এ সময় তাঁর কাছে থাকা টাকা, মুঠোফোন ও ভ্যান ছিনিয়ে নিয়ে যায় ডাকাতেরা।

ডাকাতেরা চলে যাওয়ার পর ওসমানের চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং পুলিশকে খবর দেন। পরে মিরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ভ্যানচালক ওসমান দৌলতপুর উপজেলার পচাভিটি গ্রামের কাশেমের ছেলে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ভ্যানচালককে উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে।

কুষ্টিয়ায় ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে ২ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মো. মিলন আহমেদ (৩৫) নামে এক মাদক

কারবারিকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়ার কর্মকর্তারা।

গতকাল মঙ্গলবার (৩০ জুন) সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার মধ্যে কুমারখালী থানার চড়াইকোল রেল ক্রসিংয়ের পূর্ব পাশে রাজবাড়ী- কুষ্টিয়া মহাসড়কে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত মাদক কারবারি মো. মিলন আহমেদ দৌলতপুর উপজেলার পিয়ারপুর বেলতলা এলাকার মিরাজুল বিশ্বাসের ছেলে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সুত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিদর্শক মো. আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে একটি দল ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় সন্দেহভাজন মিলন আহমেদকে তল্লাশি করে তার হেফাজত থেকে ২ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করা হয়।

এ ঘটনায় পরিদর্শক মো. আবুল কালাম আজাদ বাদী হয়ে কুমারখালী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-এ আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার উপপরিচালক আসলাম হোসেন জানান, মাদকের বিস্তার রোধ এবং মাদক কারবারিদের আইনের আওতায় আনতে জেলার বিভিন্ন স্থানে গোয়েন্দা নজরদারি ও বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও কামনা করেছেন তারা।

উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করে আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে এবং আটক আসামিকে আদালতে সোপর্দের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার খোকসায় গড়াই নদী

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অসুস্থ সন্ধ্যা দে ও তাঁর মেয়ে শম্পা (সোমা) দের বাসায় যান তিনি। এ সময় পরিবারের খোঁজখবর নেন এবং তাদের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য নগদ অর্থ তুলে দেন।
পাশাপাশি শম্পা দিদির জন্য একটি স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া বাসায় বসবাস করছেন সন্ধ্যা দে ও তাঁর মেয়ে। পরিবারের কোনো নিয়মিত আয়ের উৎস নেই। সম্প্রতি দুর্ঘটনায় সন্ধ্যা দের হাত ভেঙে যায়। একটি অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হলেও চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী আরও একটি অপারেশন প্রয়োজন। এছাড়া বয়সজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হচ্ছে, যার ব্যয় বহন করা পরিবারটির পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, মায়ের সেবাযত্ন করতে গিয়ে শম্পা দিদি দীর্ঘদিন চাকরি করলেও বর্তমানে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। ফলে চিকিৎসা ও সংসারের ব্যয় নির্বাহে পরিবারটি চরম সংকটে দিন কাটাচ্ছে।

এ সময় মো. আখতারুজ্জামান কাজল মাজমাদার বলেন, “আমি সবসময়ই অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। সমাজের সামর্থ্যবান মানুষ যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানবিক দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে অনেক অসহায় পরিবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারবে। শম্পা দিদির জন্য একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাব।”

তিনি আরও বলেন, “মানুষ মানুষের জন্য। অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেয়ে বড় মানবিক কাজ আর হতে পারে না। সবাইকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাই।”

এ সময় সন্ধ্যা দে ও শম্পা দিদি তাদের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য মো. আখতারুজ্জামান কাজল মাজমাদারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্থানীয়রাও তাঁর এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং সমাজের বিত্তবানদের এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এসময় দি কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির অন্যান্য পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

“[redacted] [redacted] [redacted], [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted]” [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা পরিষদের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন বলেন, “মাদক শুধু একজন ব্যক্তিকে নয়, একটি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্যও বড় হুমকি। মাদকের অপব্যবহার আমাদের তরুণ সমাজের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয় এবং অপরাধ, সহিংসতা ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তোলে। তাই মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রতিরোধে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের তরুণদের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে, যাতে তারা মাদকের কুফল থেকে দূরে থাকে। প্রত্যেক অভিভাবককেও সন্তানদের প্রতি আরও যত্নশীল ও সচেতন হতে হবে।”

অনুষ্ঠান শেষে দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসলাম হোসেন জানান, মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অবৈধ মাদক ব্যবসা ও সেবনের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে। একটি নিরাপদ, সুস্থ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কুষ্টিয়ায় এক বছরে ১৮৮৪টি মাদকবিরোধী অভিযান, গ্রেপ্তার ১১১০ জন

মাদক শুধু একটি অবৈধ দ্রব্য নয়, এটি একটি নীরব ঘাতক। যা ধীরে ধীরে গ্রাস করে একজন মানুষের বিবেক, পরিবার, ভবিষ্যৎ এবং সমাজকে। একসময় যে তরুণের হাতে থাকার কথা ছিল বই, কলম কিংবা কর্মের হাতিয়ার, সেই হাতেই দেখা যায় মাদকের ভয়াল থাবা। আর এর পরিণতিতে ভেঙে যায় পরিবার, বাড়ে অপরাধ, নষ্ট হয় সম্ভাবনাময় জীবন। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো কুষ্টিয়াও দীর্ঘদিন ধরে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় মাদক

জমা দেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, মাদক প্রতিরোধে আমাদের সকলের সচেতন হতে হবে। পাড়া মহল্লায় মাদক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা। মসজিদ মন্দির গির্জায় প্রত্যেক ধর্মের ধর্মীয়গুরু মাদক সম্পর্কে বলা। তরুণ যুব সমাজদের কাউন্সিলিং পরামর্শ সেন্টার খোলা। মাদক ব্যবসায়ীদেরকে চিহ্নিত করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা ও তথ্য দেওয়া। প্রতিটি জেলায় সরকারিভাবে মাদক নিরাময় পূর্ণবাসন খোলা, পূর্ণবাসনের চিকিৎসা কর্মস্থান করা অতি জরুরী। মাদক স্পট এলাকায় পরিবেশ সুন্দর করা প্রতিনিয়ত। এইসব এলাকায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর্তি তদারকি করা, আসুন তরুণ প্রজন্মেরকে এখন থেকে সুন্দর একটা মাদকমুক্ত ভালো আদর্শ সমাজ উপহার দেওয়া আমাদের সকলের প্রচেষ্টা চালাই।
তিনি আরও বলেন, মাদক নির্মূলে শুধু আইন প্রয়োগ নয়, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবারভিত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তোলাও অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে আগামী দিনগুলোতেও মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।
জেলার সচেতন মহল মনে করছে, মাদকবিরোধী এসব কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে তরুণ সমাজকে মাদকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা এবং একটি সুস্থ, নিরাপদ ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা আরও সহজ হবে। মাদকসক্ত নিরাময় কেন্দ্র ফেরার পরিচালক ইকবাল হোসেন বলেন, একজন তরুণ মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ার আগে পরিবারেই কিছু সতর্ক সংকেত দেখা যায়। আচরণগত পরিবর্তন, পড়াশোনায় অমনোযোগ, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং নতুন কিছু সন্দেহজনক বন্ধুত্ব মাদকাসক্তির প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে।
তাই পরিবারকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং নিয়মিত খোঁজখবর রাখা মাদক প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
সাফের নির্বাহী পরিচালক আবদুর রাজ্জাক বলেন, মাদকমুক্ত সমাজ গঠন কোনো একদিনের কাজ নয়। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রাম। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থান, প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ, গণমাধ্যমের সচেতন ভূমিকা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলে একটি সুস্থ, সুন্দর ও মাদকমুক্ত কুষ্টিয়া গড়ে তোলা সম্ভব। মাদকবিরোধী এই সংগ্রামে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনই হতে পারে আগামী প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার। একটি মাদকমুক্ত পরিবার, একটি মাদকমুক্ত সমাজ এবং একটি মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়াই হোক আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবসের অঙ্গীকার।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কুষ্টিয়ায় রূপালী ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দিশার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

রূপালী ব্যাংক পিএলসি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহমিনা আখতারসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গত ২০ ও ২১ জুন ২০২৬ তারিখে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা দিশার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।

দুই দিনব্যাপী এ পরিদর্শনকালে তারা সংস্থার বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি, কার্যকারিতা এবং স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে এসব কর্মসূচির প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হন তারা।

পরিদর্শনকালে রূপালী ব্যাংকের প্রতিনিধিদল মাঠপর্যায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। তারা উপকারভোগীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব চিত্র সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করেন।

এ সময় সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি এম এ সালাম, উপনির্বাহী পরিচালক এম আর ইসলাম, সহকারী নির্বাহী পরিচালক নাজমুস সালেহীনসহ সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তারা দিশার বিভিন্ন কর্মসূচি, অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করেন।

পরিদর্শন শেষে রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিশা দীর্ঘদিন ধরে যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তা স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক

ভূমিকা রাখছে।

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহমিনা আখতারও বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এ ধরনের উদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দিশার সংস্থার সহকারী নির্বাহী পরিচালক নাজমুস সালেহীন জানান, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। রূপালী ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এই পরিদর্শন ভবিষ্যতে উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে উৎসাহ জোগাবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

পরিদর্শন শেষে উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উন্নয়ন সহযোগিতা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।